পি এইচ. ডি. উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণাপত্রের সংক্ষিপ্তসার

বিষয়: *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় : সময় ও সাহিত্য*

গবেষক : প্রশান্ত কুমার দাস

Registration No.: 0239/ Ph.D. (Arts)

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

২০১৬

আমাদের গবেষণার বিষয় ছিল *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়: সময় ও সাহিত্য*। দীর্ঘ পাঁচ বছরেরও বেশি সময়ের পর এই গবেষণার কাজ শেষ হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিশালী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন, সময়কাল ও সাহিত্যের বিশ্লেষণকে একই আধারে ধরার এই দুরুহ প্রয়াস যথেষ্ট পরিশ্রম ও সময় সাপেক্ষ কাজ ছিল।

সামগ্রিকভাবে প্রায় অর্ধশতাব্দী বিস্তৃত (১৯০৮-১৯৫৬) মানিকের জীবনকে তাঁর সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ইতিহাসের প্রেক্ষিতে রেখে আলোচনা করার এই প্রয়াস মানিক সাহিত্য চর্চায় অভিনব বলে আমাদের মনে হয়েছে। আসলে এই গবেষণায় যা আমরা করতে চেয়েছি তা হল সময়ের প্রেক্ষাপটে শিল্পী মানিক ও তার শিল্পকে তুলে ধরার কাজ। যা উত্তর কালের কালানুক্রমিক সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। প্রস্তাবনায় আমরা দাবী করেছিলাম; মানিকের জীবন, সময় ও সাহিত্যকে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত করে সাহিত্যিকের জীবনী রচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন রীতি গড়ে তোলার প্রয়াস থাকবে আমাদের গবেষণায়। যেখানে একই পাতায় ফুটে উঠবে সময়ের এক একটি অধ্যায়। তাঁর সমকালীন ইতিবৃত্তকে অঙ্গীকার করে।

প্রস্তাবিত গবেষণার প্রকল্প পত্রে অধ্যায় বিন্যাসের যে খসড়া ছিল আমরা তা অক্ষত রেখেছি। প্রথম অধ্যায়: *মানিক প্রতিভার প্রস্তুতি পর্ব (১৯০৮-১৯৩৪)*। এই অধ্যায়ের বিষয় ছিল লেখকের জন্ম, বংশপরিচয়, শৈশব, কৈশোর, যৌবনকাল, পড়াশোনা ইত্যাদি। ১৯০৮ থেকে ১৯৩৪ এর কালানুক্রমিক সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার উল্লেখের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে রচনা করা হয়েছে মানিকের হয়ে ওঠার ইতিহাস। বলা বাহুল্য এক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন তারিখ অভিধান ও কালপঞ্জিধর্মী গ্রন্থের সঙ্গে মানিকের জীবনী সংক্রান্ত গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছি। সাহায্য নিতে হয়েছে সমকালীন উল্লেখযোগ্য লেখক — মনীষীর জীবনী গ্রন্থেরও। যাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৪ পর্যন্ত এই অধ্যায়ের কালসীমা নির্বাচন করার পেছনে আমাদের যুক্তি হল মানিকের প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ববর্তী সময় অবধি মানিকের জীবন প্রসঙ্গ তুলে ধরা। সেই সঙ্গে তুলে ধরা প্রবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠার ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের সময়সীমা আমরা ঠিক করেছি শিল্পী মানিকের জীবনের প্রথম দশক। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩। ১৯৪৩ এই কারণে যে এ বছরে মানিক কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য পদ গ্রহণ করছেন। মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষা নেবার পূর্ববর্তী এই সময়ে মানিক মূলত ফ্রয়েডীয় ভাবনায় চালিত। তাঁর লেখার এই পর্বে তাই ফ্রয়েডীয় যৌন মনস্তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন বা প্রত্যক্ষ ব্যবহার লক্ষ্মণীয়। এই সময়ের লেখালেখিতে মানিক মানুষের জীবনের জটিলতার জট খুলতে বাঁধতে মূলত মনোবিকলন তত্ত্ব ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে কাজে

লাগাচ্ছেন। এই পর্বের শিরোনাম আমাদের গবেষণায়: ***মানিক প্রতিভার উজ্জ্বল অধ্যায় (১৯৩৫-১৯৪৩)***। এই অধ্যায়কে সময় অনুযায়ী ভাগ করতে গিয়ে ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৩ মোট ৯টি বছরে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিটি বছরের ক্ষেত্রে সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা, মানিকের ব্যক্তিজীবনের খবর ও রচনার উল্লেখ ও বিশ্লেষণ করার চেষ্টা হয়েছে। সমসাময়িক সময়কে অঙ্গীকার করেই মানিকের সাহিত্যচর্চা ক্রমশ অগ্রগতি লাভ করেছে। বছর অনুযায়ী অধ্যায় বিন্যাসগুলি নিম্নরূপ:

মানিক প্রতিভার উজ্জ্বল অধ্যায় (১৯৩৫-১৯৪৩)

১৯৩৫ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *জননী, দিবারাত্রির কাব্য*।

গল্পগ্রন্থ : *অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প* (অতসীমামী, নেকী, বৃহত্তর ও মহত্তর, শিপ্রার অপমৃত্যু, সর্পিল, পোড়াকপালী, আগন্তুক, মাটির সাকী, মহাসংগম, আত্মহত্যার অধিকার)

১৯৩৬ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *পুতুল নাচের ইতিকথা, পদ্মানদীর মাঝি, জীবনের জটিলতা*।

১৯৩৭ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

গল্পগ্রন্থ : *প্রাগৈতিহাসিক* (প্রাগৈতিহাসিক, চোর, যাত্রা, প্রকৃতি, ফাঁসি, ভূমিকম্প, অন্ধ, চাকরি, মাথার রহস্য)।

১৯৩৮ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা— ব্যক্তি জীবনের খবর– রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *অমৃতস্য পুত্রাঃ*।

গল্পগ্রন্থ : *মিহি ও মোটা কাহিনী* (টিকটিকি, বিপত্নীক, ছায়া, হাত, বিড়ম্বনা, রকমারি, কবি ও ভাস্করের লড়াই, আশ্রয়, শৈলজশিলা, খুকী, অবগুণ্ঠিত, সিঁড়ি)।

১৯৩৯ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

গল্পগ্রন্থ : *সরীসৃপ* (মহাজন, বন্যা, মমতাদি, মহাকালের জটার জট, গুপ্তধন, প্যাঁক, বিষাক্ত প্রেম, দিকপরিবর্তন, নদীর বিদ্রোহ, মহাবীর ও অবলার ইতিকথা, বোমা, পার্থক্য, সরীসৃপ)।

১৯৪০ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *শহরতলি (প্রথম পর্ব)*।

গল্পগ্রন্থ : *বৌ* (দোকানির বউ, কেরাণির বউ, সাহিত্যিকের বৌ, বিপত্নীকের বৌ, তেজি বৌ, কুষ্ঠরোগীর বৌ, পূজারির বৌ, রাজার বৌ, উদারচরিতানামের বৌ, পৌঢ়ের বৌ, সর্ববিদ্যাবিশারদের বৌ, অন্ধের বৌ, জুয়াড়ির বৌ)।

১৯৪১ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা— ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।।

উপন্যাস : *অহিংসা, শহরতলি (দ্বিতীয় পর্ব), ধরাবাঁধা জীবন*।

১৯৪২ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *চতুষ্কোণ*।

১৯৪৩ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

গল্পগ্রন্থ : *সমুদ্রের স্বাদ* (সমুদ্রের স্বাদ, ভিক্ষুক, পূজা কমিটি, আফিম, গুন্ডা, কাজল, আততায়ী, বিবেক, ট্রাজেডির পর, মালী, সাধু, একটি খোয়া, মানুষ হাসে কেন)।

আমাদের গবেষণায় তৃতীয় অধ্যায়ের নাম: ***মানিক-জীবনের রাজনৈতিক পটভূমি (প্রাক স্বাধীনতা পর্ব: ১৯৪৪-১৯৪৭)***। মার্কসীয় দর্শনে দীক্ষিত মানিকের জীবন ও প্রাকস্বাধীন ভারতবর্ষের তথা বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, মানিকের সৃষ্টি সম্ভার ও সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনার কালানুক্রমিক সমান্তরাল এক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ে। গত শতকের চল্লিশের দশকে প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বে যে উত্তাল ও অগ্নিময় রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার আঁচ মানিকের জীবনে ও সাহিত্যেও এসে লেগেছে। এই ঝোড়োযুগের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা মানিক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত করেছেন মানুষের যাপিত জীবন, সময় ও সমাজকে। এক্ষেত্রেও প্রতিটি বছরের পটচিত্রে শিল্পী মানিকের জীবন ও সৃষ্টি সম্ভারকে স্থাপন করে বিশ্লেষণের প্রয়াস আছে। প্রকল্প অনুযায়ী তৃতীয় অধ্যায়ের বিন্যাসটি এক্ষেত্রে উদ্ধৃত হল—

মানিক-জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি (প্রাক্‌ স্বাধীনতা পর্ব : ১৯৪৪-১৯৪৭)

১৯৪৪ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *প্রতিবিম্ব*।

গল্পগ্রন্থ : *ভেজাল* (ভয়ঙ্কর, রোমান্স, ধনজন যৌবন, মুখে ভাত, মেয়ে, দিশেহারা হরিণী, মৃতজনে দেহ প্রাণ, যে বাঁচায়, বিলামসন, বাস, স্বামী-স্ত্রী)।

১৯৪৫ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *দর্পন*।

গল্পগ্রন্থ : *হলুদপোড়া* (হলুদপোড়া, বোমা, তোমরা সবাই ভালো, চুরি চুরি খেলা, ধাক্কা, ওমিলনাইন, জন্মের ইতিহাস, ফাঁদ, ভাঙাঘর, অন্ধ ও ধাঁধা)

১৯৪৬ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *সহরবাসের ইতিকথা, চিন্তামণি*।

গল্পগ্রন্থ : *আজ কাল পরশুর গল্প*- (আজ কাল পরশুর গল্প, দুঃশাসনীয়, নমুনা, বুড়ী, গোপাল শাসমল, মঙ্গলা, নেশা, বেড়া, স্বার্থপর ও ভীরুর লড়াই, শত্রুমিত্র, রাঘব মালাকর, যাকে ঘুষ দিতে হয়, কৃপাময় সামন্ত, নেড়ি, সামঞ্জস্য)।

পরিস্থিতি (প্যানিক, সাড়ে সাত সের চাল, প্রাণ, রাসের মেলা, মাসিপিসি, অমানুষিক, পেটব্যথা, শিল্পী, কংক্রিট, রিকশাওয়ালা, প্রাণের গুদাম, ছেঁড়া)।

নাটক : *ভিটেমাটি*।

১৯৪৭ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *চিহ্ন, আদায়ের ইতিহাস*।

গল্পগ্রন্থ : *খতিয়ান* (খতিয়ান, ছাঁটাই রহস্য, চক্রান্ত, কানাই তাঁতি, গুন্ডামি, চোরাই, চালক, টিচার, ছিনিয়ে খায়নি কেন, একান্নবর্তী)।

আমাদের গবেষণায় চতুর্থ অধ্যায়ের শিরোনাম ***মানিক জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি: স্বাধীনতা উত্তর পর্ব (১৯৪৮-১৯৫২)***। দেশ-কালের প্রেক্ষাপটে হয়ে ওঠা শিল্পী মানিকের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য পর্ব এই অধ্যায়ে বিধৃত। প্রাক্ স্বাধীনতা পর্বের মতোই উত্তর স্বাধীনতা পর্বের রাজনীতি মনস্ক মানিকের জীবন ও শিল্পকে সমকালীন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে কালানুক্রমে দেখার চেষ্টা আছে আমাদের এই অধ্যায়ে। স্বাধীনতা পরবর্তী এই বছরগুলিতে স্বাধীনতা লাভের আনন্দ তখন অনেকটাই স্তিমিত। শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী-শিক্ষিত মানুষের স্বপ্নের ঘোর কাটতে বেশি সময় লাগেনি — *ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়*। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাব, কমিউনিস্ট আন্দোলনের কর্মীদের ওপর প্রবল অত্যাচার, দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু সমস্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালোবাজারি, দ্রব্যমূল্যের অতিবৃদ্ধি ইত্যাদি ঘটনা— মানুষের মনে স্বাধীনতার আনন্দকে তিক্ত করে তুলেছিল। সংবেদনশীল শিল্পী মানিকও স্বাধীনতার জন্য মানুষের দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের এমন পরিণতি দেখে ব্যথিত। তাঁর এই সময়ের রচনায় ফুটে উঠছে দেশবাসীর স্বপ্নভঙ্গের সেইসব ছায়াছবি। ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ এই পাঁচ বছরের সংবাদ ও তথ্য এই চতুর্থ অধ্যায়ের উপজীব্য। এই অধ্যায়ের আলোচনার বিন্যাসক্রম নিম্নে উল্লিখিত হল—

মানিক-জীবনে রাজনৈতিক পটভূমি (স্বাধীনতা উত্তরপর্ব : ১৯৪৮-১৯৫২)

১৯৪৮ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর — রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

গল্পগ্রন্থ : ছোটোবড়ো (ভালবাসা, তথাকথিত, ছেলেমানুষি, স্থানে ও স্তানে, স্টেশনরোড, পেরানটা, দিঘি, হারাণের নাতজামাই, ধান, সাথি, গায়েন, নব আলপনা, ব্রিজ)।

১৯৪৯ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

গল্পগ্রন্থ : *ছোটবকুলপুরের যাত্রী* (ছোটবকুলপুরের যাত্রী, মেজাজ, প্রাণাধিক, ঘর করলাম বাহির, সখী, নীচু চোখে দুআনা দু পয়সা, একটি মেয়েলি সমস্যা)।

১৯৫০ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *জীয়ন্ত*।

১৯৫১ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *পেশা, স্বাধীনতার স্বাদ, সোনার চেয়ে দামি (১ম), ছন্দপতন*।

১৯৫২ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *সোনার চেয়ে দামী (২য়), ইতিকথার পরের কথা, পাশাপাশি, সার্বজনীন*।

আমাদের আলোচনায় পঞ্চম অধ্যায়ের নাম ***মানিক জীবনের অন্তিম অধ্যায় – (১৯৫৩ - ১৯৫৬)***। এই অধ্যায়ে মোট চার বছরের সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা ও মানিকের ব্যক্তিজীবন ও রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণের কাজ করা হয়েছে। এই সময় মানিক শারীরিকভাবে বার বার অসুস্থ হচ্ছেন।

প্রবল আর্থিক অনটন, অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তি তাঁর সাহিত্য চর্চায় বাধা হয়ে উঠছে। জীবনযুদ্ধে বরাবরের সংগ্রামী সৈনিক মানিকের মধ্যে দেখা দিচ্ছে আত্মবিশ্বাসের অভাব। অর্থ উপার্জনের প্রয়োজনে অতিরিক্ত লেখালেখি করলেও সেইসব লেখার মধ্যে অস্তগামী সূর্যের মতোই মানিক প্রতিভা ম্লান-দ্যুতি। পঞ্চম অধ্যায়ের আলোচনার বিন্যাসক্রম নিম্নরূপ—

মানিক-জীবনের অন্তিম অধ্যায় (১৯৫৩-১৯৫৬)

১৯৫৩ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *নাগপাশ, আরোগ্য, চালচলন, তেইশ বছর আগে পরে।*

গল্পগ্রন্থ : *ফেরিওয়ালা* (ফেরিওয়ালা, সংঘাত, সতী, লেবেল ক্রসিং, ধাত, ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই, চুরি চামারি, দায়িক, মহাকর্কট বটিকা, আর না কান্না, মরব না সস্তায়, এক বাড়িতে)
লাজুকলতা (লাজুকলতা, উপদলীয়, এদিক-ওদিক, পাসফেল, কলহান্তারিত, গুণ্ডা বাহিরে ঘরে, চিকিৎসা, মীমাংসা, সুবালা, অসহযোগী, আপদ, স্বাধীনতা, নিরুদ্দেশ, পাষণ্ড)।

১৯৫৪ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *হরফ, শুভাশুভ।*

১৯৫৫ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *পরাধীন প্রেম।*

১৯৫৬ — সমসাময়িক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ঘটনা — ব্যক্তি জীবনের খবর— রচনার পরিচয় গ্রহণ ও বিশ্লেষণ।

উপন্যাস : *হলুদ নদী সবুজ বন, মাশুল, প্রাণেশ্বরের উপাখ্যান।*

আমাদের গবেষণার ষষ্ঠ অধ্যায়ের বিষয় হল ***লেখকের মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা***। উপন্যাস, গল্প, কবিতা, প্রবন্ধগ্রন্থ, অপ্রকাশিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়েরি ও চিঠিপত্র ও কিশোর রচনা সম্ভারের উল্লেখ ও তালিকা প্রস্তুতির কাজ। লক্ষ্য করা গেছে যে শারীরিকভাবে অসুস্থ মানিক, উপার্জনহীন, প্রতিভার দীপ্তি ও শক্তি যখন প্রায় নিষ্প্রভ, তখন এই সব লেখালেখি মূলত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার দাবী মিটিয়ে কিছু অর্থ উপার্জনমুখী। শিল্প সৃষ্টির দিক থেকে কিছু অসাধারণ না হলেও পূর্ববর্তী গল্প উপন্যাসের প্লট ভেঙে অজস্র সৃষ্টি সম্ভারে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছেন মানিক। বিদায়ী সূর্যের শেষ স্বর্ণগোধূলী কোন কোন গল্পে বিকীর্ণ হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা শ্লথ সৃষ্টি বলে মনে হয়। যথাস্থানে সে আলোচনা করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পরিকল্পনা নিম্নরূপ—

মৃত্যু পরবর্তী প্রকাশিত রচনা

উপন্যাস : *মাটি ঘেঁষা মানুষ, শান্তিলতা, খুনী।*

গল্প : *অগ্রন্থিত গল্প সমূহ।*

কবিতা : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা।*
প্রবন্ধ গ্রন্থ : *লেখকের কথা।*
অন্যান্য : *মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত (ডায়েরি ও চিঠিপত্র)*
কিশোর রচনা সম্ভার (উপন্যাস ও গল্প)

আমাদের গবেষণা পত্রের শেষ অধ্যায় ***কথাসাহিত্যের নূতন শৈলী: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়***। এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যে কথাশিল্পী মানিকের রচনার শৈলীর অভিনবত্ব নিয়ে আলোচনা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতি ও তারাশঙ্করের সঙ্গে কাহিনী বিন্যাস ও কথনরীতির, অনেক ক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে যে অভিনব পন্থা মানিকে লক্ষ্য করা যায়, আমরা তার সাধারণ পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। এজন্য প্রয়োজনে মানিক ছাড়া অন্যান্য লেখকদের রচনা ও আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে।

উপসংহারে আমরা একথা বলতে চেয়েছি যে, একজন লেখক তাঁর সামাজিক শ্রেণী অবস্থানের মধ্য দিয়েই 'হয়ে' ওঠেন। তাঁর চিন্তা ও চেতনাকে নির্মিতি দেয় তাঁর সময়; তাঁর হয়ে ওঠার পরিধি ও প্রেক্ষাপট নির্মাণ করে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও শিল্পী সত্তাকে। মানিকের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আমাদের গবেষণার মূল লক্ষ্য ছিল সময়ের এই বিবর্তনের ধারায় মানিকের ব্যক্তিজীবনের ও তার শিল্প সৃষ্টির রেখাচিত্র নির্মাণ। এই কাজ উত্তরকালের সাহিত্যিকের জীবনী ও সাহিত্য বিশ্লেষণে নতুন ধারা রচনায় সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা। প্রসঙ্গত একথা উল্লেখ্য যে আগামী দিনে এইভাবে প্রতিটি লেখক ও শিল্পীর জীবনভাষ্য রচনার সামগ্রিক চেষ্টা হয়তো খুলে দেবে নতুন এই রীতির সম্ভাবনার দ্বার।